দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ০১. ০১. ২০১৩
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী

দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে

□ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। তিনি গতকাল সকালে রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের প্রধানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের একজনের ...

পৃ ২৩ ক ১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবনে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন

দেশে শিক্ষার্থীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীর হাতে একসেট বই তুলে দিয়ে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. মো. আফছারুল আমিন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন ও ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট শাহজাহান মিয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এবং সংশ্লিষ্ট সচিববৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানগণও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার উল্লেখ করে বলেন, তার সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ গড়া সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ শুরু করার পর দেশে শিক্ষার মান অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, অভিভাবকদের এখন আর তাদের সন্তানদের বই কিনে দিতে হচ্ছে না এবং তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনেক বেশি উৎসাহিত হচ্ছে। তিনি বলেন, সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী ২০১৩ সালের শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনেই বিনামূল্যে বই পাবে। তিনি বলেন, প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের মাঝে বিপুল সংখ্যক পাঠ্যবই বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের কারণে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। তিনি বলেন, এটা জাতির জন্য সুখবর যে, দেশে ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বাড়ছে। শিক্ষার্থীদের দেশের আগামী দিনের নেতা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, তারা যথাযথ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। তিনি বলেন, তার পূর্ববর্তী সরকারের ১৯৯৬ সালের মেয়াদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ায় শিক্ষার হার ৬৫.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু এবার আমরা দায়িত্ব নেয়ার পর শিক্ষার হার পেলাম ৫০ শতাংশে। কারণ বিএনপি-জামায়াত এবং পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শিক্ষার হার বাড়াতে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

পরীক্ষার ফলাফলে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটানো ও তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। আমাদের শিক্ষার্থীরা মেধাবী এবং তা প্রমাণ করেই যাচ্ছে। সুযোগ পেলে তারা তাদের স্বাক্ষর রাখছে- একথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা ভালো ফলাফলের জন্য লেখাপড়ায় আরো মনোযোগী হতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিপুল সংখ্যক বই বিতরণ ও ছাপার মতো বিশাল কাজ সম্পন্নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রম বোর্ড ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এই অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। আজ থেকে এই নতুন বছর শুরু হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এ বছর প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদরাসা ও কারিগরি ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ শিক্ষার্থীর জন্য ২৬ কোটি ১৭ লাখ ৭৪ হাজার ৬০৬ কপি বই ছাপা হয়েছে। এসব বই ১০ হাজার ৫০৭টি ট্রাকযোগে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানো হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নতুন পিএসওকে র‌্যাংক প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নবনিযুক্ত প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক এনডিসি, পিএসসিকে লে. জেনারেল র‌্যাংকে র‌্যাংক পরিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, শেখ হাসিনা গতকাল সকালে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শফিউল হককে র‌্যাংকে র‌্যাংক পরিয়ে দেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ ও বিশেষ সহকারী মাহবুবুল হক শাকিল, আবদুস সোবহান গোলাপ উপস্থিত ছিলেন। সরকারি সূত্র জানায়, শফিউল হক এ পর্যায়ে লে. জেনারেল আবদুল ওয়াদুদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।